بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

সকল ওয়াকফে নও ছেলে এবং মেয়ে যদি নিজেদের এ অঙ্গিকার বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করে তবে আমরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব আনয়ন করতে পারি। পিতামাতাকেও আমি এটি বলতে চাই যে, যতটা তারা মৌখিকভাবে যতই নিজেদের সন্তানদের তরবিয়ত করুন না কেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোন সুফল সামনে আসবে না যতক্ষণ কথা এবং কর্মকে সে অনুসারে পরিবর্তন না করবেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক কানাডা হতে প্রদত্ত ২৮শে অক্টোবর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাউজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতে ছেলে-মেয়েদের ওয়াকফ্ করার প্রবণতা বা আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনই আমি পিতামাতাদের পক্ষ থেকে পত্র পেয়ে থাকি। কোন কোন দিন সেই চিঠির সংখ্যা ২০-২৫ টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। যাতে পিতামাতা তাদের গর্ভের সন্তানকে ওয়াকফে নও তাহ্রিকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আবেদন করে থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) যখন এ তাহ্রীকটি করেছিলেন তখন প্রথমে এটি স্থায়ী কোন তাহ্রীক ছিল না পরে এটিকে তিনি স্থায়ী করেছেন। আর প্রতিটি দেশের জামাতে বিশেষ করে মায়েরা এ তাহ্রীকের অধীনে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। আজ থেকে বার-তের বছর পূর্বে ওয়াকফীনে নও-এর সংখ্যা ২৮ হাজারের অধিক ছিল আর জামাতের মনোযোগ এ দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এখন এ সংখ্যা প্রায় ৬১ হাজারের মত। যাদের মধ্যে ৩৬ হাজারের অধিক ছেলে এবং বাকিরা মেয়ে। অর্থাৎ কালের প্রবাহে স্বীয় সন্তানকে জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু সন্তানদের কেবল উৎসর্গ করেই পিতামাতার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং পূর্বাপেক্ষা দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। নিঃসন্দেহে একজন আহ্মদী শিশুর তরবিয়ত বা সুশিক্ষার দায়িত্ব পিতামাতার উপর ন্যস্ত, আর পিতামাতা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, তাদের জাগতিক শিক্ষা, তরবিয়ত এবং ধর্মীয় শিক্ষাও দিতে চান, যদি পিতামাতার মাঝে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ থাকে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল শিশু বিশেষ করে ওয়াকফে নও শিশু পিতামাতার কাছে জামাতের আমানত। তাদের তরবিয়ত বা সুশিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে জামাত ও সমাজের উৎকৃষ্ট অঙ্গে পরিণত করা পিতামাতার গুরুদায়িত্ব। কিন্তু ওয়াকফে নও শিশু সন্তানের সুশিক্ষা, তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং তাদেরকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করে জামাতের হাতে অর্পন করা এ দৃষ্টিকোন থেকেও দায়িত্ব হিসেবে বর্তায় যে, সন্তানের জন্মের পূর্বেই পিতামাতা যে অঙ্গিকার করে, আমাদের ঘরে ছেলে বা মেয়ে যা-ই জন্ম নিক না কেন আমরা তাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র ধর্মের জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের সেই মিশনের পূর্ণতার জন্য উৎসর্গ করব যা সত্য প্রচারের পূর্ণতার মিশন, যা ইসলামী শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রচারের মিশন, যা আল্লাহ্র অধিকার প্রদানের প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নিবদ্ধ করার মিশন এবং যা পরস্পরের অধিকার প্রদান সংক্রন্ত ইসলামের শিক্ষাকে পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর মিশন। কাজেই

এটি কোন সামান্য দায়িত্ব নয়, যা ওয়াকফে নও সন্তানের পিতামাতা, বিশেষ করে মা তার অনাগত সন্তানের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লার সাথে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে উপস্থাপন করেন। আর তারা যুগ খলীফাকে লিখে থাকেন, আমরা আমাদের সন্তানকে হযরত মরিয়ম-এর মায়ের মত আল্লাহ্‌র সাথে এ অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয়ে ওয়াকফে নও স্কিমের অধিনে পেশ করছি যে,

إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(সূরা আলে ইমরান, ৩৬) অর্থাৎ হে আমার প্রভূ-প্রতিপালক! যা কিছু আমার গর্ভে আছে আমি তা তোমার জন্য উৎসর্গ করছি। জানি না কী হবে, ছেলে নাকি মেয়ে? কিন্তু যা-ই হোক আমার বাসনা ও দোয়া হল, সে যেন একজন ধর্মের সেবক হয়। فَتَقَبَّلْ مِنِّي তুমি আমার এ বাসনা ও দোয়া কবুল কর এবং তাকে গ্রহণ কর। إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ তুমি সর্বোশ্রোতা এবং সর্বোজ্ঞানী। অতএব, তুমি আমার বিনীত দোয়া কবুল কর। আমি জানি, এ দোয়া আমার হৃদয় থেকে উদ্ভূত ধ্বনি। সন্তানকে ওয়াকফ করার পূর্বেই মায়েদের এ বাসনা থাকে আর সন্তানকে ওয়াকফ করার সময়একজন আহ্‌মদী মায়ের ক্ষেত্রে এমনই হওয়া উচিত। আর পিতাও এতে অন্তর্ভূক্ত থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে এ দোয়া কোন কাহিনী শোনানোর জন্য সংরক্ষণ করেন নি। বরং এ দোয়া খোদার দৃষ্টিতে এতটা পছন্দনীয় এবং এটিকে এজন্য সংরক্ষণ করেছেন যে, ভবিষ্যত প্রজন্মের মায়েরাও এ দোয়ার প্রেরণায় নিজেদের সন্তানকে ধর্মের স্বার্থে অসাধারণ ত্যাগী হিসেবে প্রস্তুত করবেন। যদিও সকল মুমিন ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গিকার করে থাকেন কিন্তু যারা ওয়াকফ করে তাদেরকে এসব মানদন্ডের চরম মার্গে উপনীত হওয়া উচিত। অতএব, মাতা-পিতারা যদি শুরু থেকেই সন্তানদের মাথায় এ কথা গেঁথে দেন যে, তোমরা ওয়াকফ বা জীবন উৎসর্গকারী আর আমরা তোমাদেরকে শুধুমাত্র ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলাম তাই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত। একই সাথে তারা যদি দোয়াতে রত থাকেন তবে সন্তানেরা এ চিন্তা চেতনার সাথে বড় হবে যে, তাদেরকে ধর্মসেবা করতে হবে। এই মন-মানষিকতা নিয়ে বড় হবে না যে, আমরা বড় হয়ে ব্যবসায়ী হব, আমরা খেলোয়াড় হব বা অমুক বিভাগে কাজ করব অথবা অমুক পেশা অবলম্বন করব। বরং তারা জিজ্ঞেস করবে, আমি একজন ওয়াকফে নও, জামাত বা খলীফায়ে ওয়াক্বত আমাকে অবহিত করুন, আমি কোন পথ অবলম্বন করব, বস্তু জগত নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। এখন আমি কোন জাগতিক লোভ, লিপ্সা এবং বাসনার বশবর্তী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে ধর্মের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি।

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আমি বেশ কয়েকবার বিস্তারিত বলেছি। কোন ওয়াকফে নও ছেলে বা মেয়ের মন-মানষিকতা এটি হওয়া উচিত নয় যে, আমি যদি ওয়াকফ করি তবে আমাদের জীবিকার কী হবে? অথবা কোন বাচ্চার মাথায় যদি এ কুমন্ত্রণা জন্মে যে, আমরা পিতা-মাতার আর্থিক বা অন্য সব দৈহিক সেবা কিভাবে করব? সম্প্রতি এখানে ওয়াকফে নওদের সাথে আমার ক্লাস ছিল, আর এক ছেলে প্রশ্ন করেছে, আমরা যদি ওয়াকফ করে জামাতের সেবায় পুরো সময় অতিবাহিত করি তবে পিতামাতার আর্থিক বা দৈহিক সেবা কিভাবে করতে সক্ষম হব? এ প্রশ্ন মাথায় দানা বাধার অর্থপিতামাতা শৈশব থেকে তাদের ওয়াকফে নও সন্তানদের হৃদয়ে এ কথা গ্রথিত করেন নি যে, আমরা তোমাকে (আল্লাহ্‌র পথে) উৎসর্গ করেছি, এখন তুমি আমাদের কাছে শুধু জামাতের আমানত স্বরূপ রয়েছ। তোমাদের অন্যান্য ভাইবোন আমাদের সেবা করবে।তুমি নিজেকে যুগ খলীফার সমীপে সম্পূর্ণরূপে

সমর্পণ করবে এবং তাঁর নিদের্শ অনুসারে চলবে। হযরত মরিয়ম-এর মায়ের দোয়াতে, 'মুহাররান' যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হল, এ সন্তানকে আমি জাগতিক দায়িত্বাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়েছি। আর আমি দোয়া করি,শতভাগ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করাই যেন তার জীবনের ব্রত হয়। অতএব, সেই সব মা এবং পিতাকে আমি সর্ব প্রথম বলতে চাই যে, শুধু ওয়াকফে নও নামটাই যথেষ্ট নয়। বরং ওয়াকফ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের নাম। জাগতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন ছেলেমেয়ে বাহ্যত অনেক উৎসাহ উদ্দিপনা নিয়ে নিজেকে ওয়াকফ করে কিন্তু পরে যে দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে তা হল, জামাতযে ভাতা বা বেতন দেয় তাতে তাদের চলে না তাই তারা ওয়াকফ ছেড়ে চলে যায়। একটি মহান উদ্দেশ্য সফল করতে হলেকষ্ট সহ্য এবংকুরবাণী তো করতেই হয়। কাজেই শৈশবেই যদি এ সব ওয়াকফ ছেলেমেয়েরমন-মস্তিষ্কে কথা গ্রথিত করে দেয়া হয়, জীবন উৎসর্গ করার চেয়ে বড় কিছুই আর নেই। 'আমার অমুক সহপাঠী আমার সমপর্যায়ের শিক্ষা অর্জন করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছে আর আমি পুরো মাসে তার একদিনের সমপরিমান আয় করতে পারি না।'-জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে অন্যদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এরূপ চিন্তা করার পরিবতে এমন চিন্তা থাকা উচিত, আল্লাহ্ আমাকে মর্যাদা যে দান করেছেন তা জাগতিক অর্থ বিত্তের তুলনায় অনেক উচ্চ মার্গের। মহানবী (সা.)-এর এ উক্তিকে সামনে রাখুন যে, জাগতিক সহায়-সম্পত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে অস্বচ্ছল ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি দাও আর আধ্যত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার চেয়ে উচ্চ মার্গের ব্যক্তিকে দেখ, যেন জাগতিক প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা কর।

অতএব, ওয়াকফে নওদের উচিত এ মর্যদা অর্জনের ক্ষেত্রে সাধারণ আহ্মদীদের তুলনায় অধিক চেষ্টা করা। ওয়কফে নওদের উচিত তাদের স্বল্পেতুষ্ট হওয়ার মান এবং কুরবানীর মানকেও অনেক উন্নত করা। এটি ভাবা উচিত নয় যে, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বল হলে আমাদের ভাইবোনেরা আমাদের তুচ্ছ জ্ঞান করবে বা পিতা-মাতা আমাদের প্রতি সেভাবে মনোযোগ দিবেন না যেভাবে অন্যদের প্রতি দেন। প্রথমতঃ পিতা-মাতার মাথায় কখনোই এমন ধারনা আসা উচিত না যে, ওয়াকফে জিন্দেগীর মান নিম্ন। বরং তাদের দৃষ্টিতে ওয়াকফে জিন্দেগীর মান ও মর্যাদা তাদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে থাকা উচিত। কিন্তু যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের উচিত নিজেদেরকে সর্বদা পৃথিবীর সবচেয়ে বিনয়ী বা তুচ্ছ মানুষ জ্ঞান করা। ওয়াকফে নওদের যেখানে কুরবানী বা ত্যাগের মান উন্নত করা উচিত সেখানে নিজেদের ইবাদতের মানকেও উন্নত করতে হবে, স্বীয় বিশ্বস্ততার মান উন্নত কর তে হবে। নিজের এবং পিতামাতার অঙ্গিকার রক্ষার জন্য নিজের সকল শক্তি-সামর্থ এবং যোগ্যতাকে ধর্মের জন্য কাজে লাগানোর চেষ্টা করা উচিত, ধর্মের নামকে সমুন্নত করার জন্য চেষ্টা করা উচিত আর তখনই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বীয় দানে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা কাউকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রাখেন না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার অঙ্গিকার বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করার বিষয়ে নসিহত করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে এ কারণেই হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রশংসা করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

وَإِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى অর্থাৎ তিনি যে অঙ্গিকার করেছেন তা রক্ষা করেছেন। (সূরা আন্ নাযম, ৩৮) অতএব, অঙ্গিকার পূর্ণ করা সামান্য কোন বিষয় নয়। ওয়াকফে জিন্দেগীর অঙ্গিকার বা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বেদনাবিধুর কথা আমরা শুনেছি, কত মহান

অঙ্গিকার এটি। সকল ওয়াকফে নও ছেলে এবং মেয়ে যদি নিজেদের এ অঙ্গিকার বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করে তবে আমরা পৃথিবীতে একটি বিপ্লব আনয়ন করতে পারি। কতক যুবক-যুবতী দম্পতি আমার কাছে আসে এবং বলে, আমি ওয়াকফে নও, আমার স্ত্রী ওয়াকফে নও এবং আমার সন্তানও ওয়াকফে নও। অথবা মা বলে, আমি ওয়াকফে নও, পিতা বলে, আমি ওয়াকফে নও আর আমাদের সন্তানও ওয়াকফে নও। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কথা কিন্তু জামাত এর সত্যিকার কল্যাণ তখনই লাভ করবে যখন বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফের অঙ্গিকার রক্ষা করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রদর্শন এক মৃত্যু দাবি রাখে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ বস্তুজগত আর এর সমস্ত ভোগবিলাস ও মাহত্বকে পদদলিত করার জন্য প্রস্তুত না হয় এবং সকল প্রকার লঞ্চণা, গঞ্জনা এবং দুঃখ-কষ্ট খোদার খাতির সহ্য করতে প্রস্তুত না হবে, এ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতীমা পূজা কেবল কোন বৃক্ষ বা পাথরকে পূজা করাকে বলে না বরং প্রতিটি এমন বস্তু যা খোদার নৈকট্যের পথে বাধ সাথে আর তার উপর প্রাধান্য পায় সেটি প্রতীমা আর মানুষ তার নিজের ভিতর এত প্রতীমা বা মূর্তী রাখে যে, সে বুঝতেই পারে না যে আমি প্রতীমা পূজা করছি।

তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ.) যে উপাধি লাভ করেছেন এটি কি এত সহজেই লাভ হয়েছে? না মোটেই না। وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى ধ্বনি তখন এসেছে যখন তিনি সন্তানকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হুজুর (আইঃ) বলেন, অতএব, এই হল খোদার স্নেহভাজন হওয়ার এবং তাঁর কৃপাভাজন হওয়ার মানদন্ড যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আর আমাদের কাছে এটি অর্জনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এই মানে উপনীত হওয়ার জন্য শুধু সকল ওয়াকফে নও-ই চেষ্টা করবে না বরং সকল ওয়াকফে জিন্দেগীকেও এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরবানীর মান উন্নত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জীবন উৎসর্গ করার দাবি অন্তঃস্বার শূন্য প্রমাণিত হবে। কোন কোন মা বলেন থাকেন, আমরা কানাডায় স্থানান্তরিত হয়েছি, আমাদের ছেলে পাকিস্তানে জামাতের মুরুব্বী বা ওয়াকফে জিন্দেগী, তাকেও এখানে ডেকে পাঠান এবং এখানেই তাকে দায়িত্বে নিয়োজিত করে দিন, যেন তারা আমাদের কাছে আসতে পারে। জীবন উৎসর্গ করার পর এটি আবার কোন ধরণের দাবি এবং কোন ধরণের আকাঙ্খা? কামনা-বাসনার তো সমাপ্তি ঘটেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, দুঃখ ছাড়া, কষ্ট সহ্য করা ছাড়া কুরবানী হয় না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে তা সহ্য করতে হবে। মানুষ যখন খোদার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন খোদা তা'লা স্বীয় দানে ভূষিত করেন, তাদেরকে তিনি খালি হাতে রাখেন না। অশেষ ও অঢেল দানে ভূষিত করেন। খোদা তা'লা সকল ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতামাতকে ওয়াকফের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করে স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষা করার তৌফিক দিন। আর স্বীয় বিশ্বস্ততার মানকেও যেন উচ্চ থেকে উচ্চতর করতে পারেন। কোন কোন ব্যক্তি তাদের ওয়াকফে নও সন্তানের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দেয় যে, তোমরা বিশেষ সন্তান। এর ফলে বড় হয়েও তাদের মাথায় এ ধারণাই বদ্ধমূল থাকে যে, আমরা স্পেশাল। এখানেও এ ধরণের কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে। এমন ধ্যান ধারণা ওয়াকফের চেতনা ওমর্মকে খাটো করে আর ওয়াকফ উপাধিকেই তারা জীবনের মূল উদ্দেশ্য মনে করে অর্থাৎ আমরা স্পেশাল। কারো কারো মাথায় এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আমরা যেহেতু ওয়াকফে নও তাই মেয়ে হলে নাসেরাত ও লাজনা এবং ছেলে হলে আতফাল ও খোদ্দামের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের সংগঠন পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সংগঠন। এ ধারণা যদি কারও মাথায় থাকে

তবে তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ধারণা। যেভাবে আমি বলেছি, ওয়াকফে নও অবশ্যই স্পেশাল। কিন্তু বিশেষত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য তাদের প্রমাণ করতে হবে, কী প্রমাণ করতে হবে? প্রমাণ করতে হবে, খোদার সাথে সম্পর্কের গড়ার ক্ষেত্রে তারা অন্যদের তুলনায়অগ্রগামী। আর তখনই তারা বিশেষত্বের অধিকারী বলে আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে খোদাভীতি যদি অন্যদের চেয়ে বেশি হয় তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের ইবাদতের মান যদি অন্যদের তুলনায় অনেক উন্নত হয় তবেই তারা স্পেশাল বা বিশেষ গন্য হবে। তারা ফরযের পাশাপাশি নফলও যদি আদায় করে তবেই তারা স্পেশাল আখ্যায়িত হবে।তাদের সার্বিক চরিত্রের মান অত্যন্ত উন্নত মানের হওয়া চাই এটি স্পেশাল হওয়ার একটি লক্ষণ, তাদের কথাবার্তা আচার আচরণ অন্যদের থেকে পৃথক হওয়া উচিত। যাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তারা বিশেষভাবে তরবিয়ত প্রাপ্ত এবং ধর্মকে সর্বাবস্থায় জাগতিকতার উপর প্র াধান্য দানকারী মানুষ তবেই তারা স্পেশাল হবে। মেয়ে হলে তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং পর্দা সঠিক ইসলামী শিক্ষার আদলে হওয়া উচিত যা দেখে অন্যরাও ঈর্ষা করে এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, সত্যিই এ সমাজে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পোষাক এবং পর্দা অসাধারণ এক নমুনা তখন এরা স্পেশাল হবে। ছেলে হলে তাদের দৃষ্টি লজ্জাবনত থাকবে এবং এদিক সেদিক অনর্থক ও বাজে কাজের প্রতি দৃষ্টি না দিলে তখন স্পেশাল হবে। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৃথ া ও বাজে জিনিস দেখার পরিবর্তে সেই সময় ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনে ব্যয়করলে তখন স্পেশাল গন্য হবে। ছেলেদের চেহারা-সুরত যদি অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র প্রমাণ করে তবে তারা স্পেশাল বলে গণ্য হবে। প্রতিদিন যদি কুরআনের তিলাওয়াত করে এবং এর বিধি-নিষেধ অন্বেষণ করে সে অনুযায়ী আমল করে তবে এমন ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েরা স্পেশাল আখ্যায়িত হতে পারে। অঙ্গ সংগঠন এবং জামাতী অনুষ্ঠানে যদি অন্যদের চেয়ে অধিক হারে এবং রীতিমত অংশগ্রহণ করে তবে তারা স্পেশাল। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের জন্য দোয়ার ক্ষেত্রে অন্য ভাইবোনের চেয়ে যদি অধিক মনোযোগী থাকে তবে এটি তাদের বিশেষত্ব। বিয়ের সময় ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই যদি জগতিকতার পরিবর্তে ধর্মকে অগ্রগণ্য করে আর পারস্পারিক সম্পর্কও অটুট ওঅক্ষুন্ন রাখে তবে তারা বলতে পারে, আমরা নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার অনুসরণ করে আমাদের সম্পর্ক অটুট এবং অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করি তবে স্পেশাল আখ্যায়িত হবে। তাদের মাঝে যদি সহ্য ও ধৈর্য্য বৈশিষ্ট্য অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে, ঝগড়া-বিবাদ এবং ফিৎনা-ফ্যাসাদকে এড়িয়ে চলে, বরং মিমাংসাকারী হয় তবে তারা স্পেশাল। তবলীগের ময়দানে সর্বাগ্রে থেকে যদি এ দায়িত্ব পালন করে তবে তারা স্পেশাল হবে। খিলাফতের আনুগত্য এবং তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করার ক্ষেত্রে যদি প্রথম সারিতে থাকে তবে স্পেশাল। অন্যদের তুলনায় যদি বেশি পরিশ্রমী এবং ত্যাগী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল। বিনয় এবং নিঃস্বার্থ হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সবচেয়ে অগ্রগামী থাকে, অহংকারের প্রতি ঘৃণা ও এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে তবে তারা ভীষণভাবে স্পেশাল। এম.টি.এ- তে যদি আমার সবগুলো খুতবা শুনে এবং আমার প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখে দিক-নির্দেশনা লা ভের জন্য তবে অবশ্যই তারা স্পেশাল হবে। এসব বিষয়এবং সেই সমস্ত বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় তার সবই যদি সম্পাদন করে আর সেই সব বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে ঘৃণ্য সেগুলো থেকে বিরত থাকে তবে তারা শুধু স্পেশাল নন বরং ভীষণভাবে স্পেশাল। অন্যথায় আপনাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পিতামাতাকেও এ কথাগুলো স্মরণ রাখা উচিত এবং এরইআলোকে নিজেদের সন্তানের তরবিয়ত করা উচিত। কেননা যদি এসব বৈশিষ্ট্য থাকে তবে আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে বর্তমান

পৃথিবীতে বিপ্লব আনয়নের মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, তরবিয়তের বয়স অতিবাহিত করার সময় এ দায়িত্ব পিতামাতার ওপর বর্তায় যে, তারা যেন তাদের সন্তানকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্পেশাল বানান। আর বড় হয়ে এসব ওয়াকফে নও নিজেরই যেন স্পেশাল হওয়ার এ মার্গে উপনীত হয়।

পিতামাতাকেও আমি এটি বলতে চাই যে, যতটা তারা মৌখিকভাবে যতই নিজেদের সন্তানদের তরবিয়ত করুন না কেন ততক্ষণ পর্যন্ত এর কোন সুফল সামনে আসবে না যতক্ষণ কথা এবং কর্মকে সে অনুসারে পরিবর্তন না করবেন। পিতামাতার নামাযের অবস্থা অনুকরনীয় হতে হবে। কুরআন পাঠের বা তিলাওয়াতের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। উন্নত চরিত্রের নিদর্শন হতে হবে। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাদের নিজেদেরকেও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। মিথ্যার প্রতি ঘৃণার উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। যদি কারো কোন ওহদাদারের পক্ষ থেকে কোন কষ্ট হয় তাহলে নিযাম বা ওহদাদারের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমটিএ তে অন্তত পক্ষে আমার খুতবা রীতিমত শুনতে হবে বা শুনা উচিত। এই কথা গুলো শুধু ওয়াকেফীনে নও এর পিতামাতাদের জন্য নয় বরং সকল আহমদী যারা চায় যে, তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকুক, তাদের নিজেদের ঘরকে আহমদী ঘর বানানো উচিত। দুনিয়ার কীটদের ঘর বানানো উচিত নয়। নতুবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বস্তুজগতের পিছনে ছুটে শুধু আহমদীয়াত থেকেই দূরে যাবে না বরং খোদা থেকেও দূরে চলে যাবে এবং নিজেদের ইহ এবং পরকাল উভয়টিকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিবে। আমার দোয়া থাকবে যে, সকল ওয়াকেফীনে নও সন্তান সন্ততি নিজেরা তো খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন এবং তাকওয়ার পথে বিচরনকারী হবেনই বরং তাদের আত্মীয় স্বজনেরাও যেন তাদেরকে সকল প্রকার বদনামী থেকে দূরে রাখার কারণ হয়। বরং সব আহমদী সেই প্রকৃত আহমদী হোক যেমনটি হওয়ার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার নসীহত করেছেন। যেন পৃথিবীতে আমরা স্বল্পতম সময়ে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পতাকা উড্ডীন দেখি।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এইসব নসীহত মেনে চলার তৌফিক দান করুন। আমরাও এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্র জন্মও যেন পুণ্য এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যেই মিশন, তার বাস্তবায়নে যেন সহায়ক হয়।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 28th Oct, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B